দরসে হাদীস

নামাযের প্রথম তাকবিরেই কেবল হাত তুলতে হয়

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ علقمة قال عبد الله بن مسعود رضـــى الله عنهما الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مـــرة- رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى وزاد ثم لم يعد وقـــال ابوعيســـى هـــذا حـــديث حســـن-

অনুবাদ: হযরত আলক্বামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার মত নামায আদায় করব না? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন এবং প্রথমবার (তাকবিরে তাহরিমা) ব্যতীত আর হাত উত্তোলন করেননি। ইমাম নাসাঈ'র বর্ণনায় বৃদ্ধি করে বর্ণিত আছে অতঃপর তিনি পুনরায় হাত উত্তোলন করেননি।

[সূত্র: আবু দাউদ- হাদীস নং ৭৪৮, তিরমিযী- হাদীস নং ২৫৭, নাসাঈ- হাদীস ১০২৬, সুনানে কুবরা- হাদীস৬৪৫,১০৯৯, মুসান্নাফে আবি শায়বা- হাদীস ২৪৪১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাংলাদেশের মুসলমানেরা অধিকাংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। চার মাযহাব-এর মধ্যে এ মাযহাব ক্বোরআন সুন্নাহ্র উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিজ্ঞানসম্মত মাযহাব আমাদের হানাফী মাযহাবের নীতিমালার আলোকে প্রচলিত আমল ও আহকাম অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় অনেক সহজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-يسروا فى الدين ولاتعسروا (তোমরা ধর্মীয় বিষয়গুলো মানুষের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করিও; কোন প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করিও না।)

হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক ইমামে আ'যম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন স্বীয় যুগের অদ্বিতীয় মুজতাহিদ, যাঁর ব্যাপারে প্রিয় নবীর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল- ইলমে দ্বীন যদি আকাশের সুরাইয়া তারকাতে ঝুলন্তও থাকে- পারস্যের এক সন্তান সেখান থেকে ইলমে দ্বীন হাসিল করে নিয়ে আসবে।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি নামাযের নিয়ম বর্ণনায় বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত শক্তিশালী হাদীসগুলোরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন রাফ'ই ইয়াদাঈন তথা তাকবিরে তাহরীমা ছাড়া অন্য সময়ে যেমন রুকু সাজদার পূর্বে হাত উত্তোলন না করার ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদের হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন বিভিন্ন কারণে। যেমন

প্রথমত, হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিখ্যাত ফক্বীহ ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি একদল সাহাবীর সামনেই সেই নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলেন। কোন সাহাবী সে ব্যাপারে আপত্তি করেননি। বুঝা গেল সকলেই তাঁকে সমর্থন করেছেন। যদি তাকবিরে তাহরীমা ব্যতিরেকে রুকু' সাজদার পূর্বে হাত উত্তোলন সুন্নত হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এর উপর অবশ্যই আপত্তি করতেন। কেননা তাঁরা সকলেই প্রিয় নবীর নামায দেখেছিলেন।

তৃতীয়ত, ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ হাদীসকে 'যঈফ' বা দুর্বল বলেননি বরং 'হাসান' বলেছেন।

চতুর্থত, ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক সাহাবী, তাবে'ঈন রুকু'-সাজদায় হাত তুলতেন না। সুতরাং তারা এই হাদীসের উপর আমল করতেন বলে প্রমাণিত হয়ে গেল।

পঞ্চমত, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও অদ্বিতীয় মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃত ইমামে আ'যম এ হাদীসের উপর আমল করতেন।

ষষ্ঠত, উম্মতে মোহাম্মদীর বিশাল একটা অংশ এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন এবং এখনো করছেন।

সপ্তমত, এ হাদীসটি কিয়াস ও যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

উল্লিখিত কারণগুলোর ভিত্তিকে সাধারণত কোন হাদীস 'যঈফ' হলেও শক্তিশালী হয়ে যায়।

ইমাম ইবনে আবি শায়বা রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত বারা ইবনে আযিব রহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণনা করেন-

قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه ثم لايرفعها حتى يفرغ-

অর্থাৎ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন স্বীয় উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে হাত তুলতেন না।

আরো বর্ণিত রয়েছে-

عن البراء رضى الله عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم كان اذا الصلاة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود-

অর্থাৎ হযরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর কোন অবস্থায় হাত উত্তোলন করতেন না।

[আবু দাউদ, হাদীস নম্বর ৭৫, মুসনাদে আবদির রাজ্জাক, হাদীস নম্বর ২৫৩০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা হাদীস নং ১১৩১]

عن الا سود ان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه فى اول التكبير ثم لا يعود الى شئ من ذلك ويأمر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

হযরত আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রথম তাকবিরেই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করতেন না। আর এই আমল সরাসরি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকেই সংগৃহীত।

[সূত্র: আল খাওয়ারেজমী, জামেউল মাসানিদ ১ম খণ্ড, ৩৫৫পৃষ্ঠা]

ইমাম দারে কুতনী সুনানে ইমাম আবু ইয়ালা মুসনাদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদের সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر رضى الله عنهما فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاح الصلاة-

অর্থাৎ আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত উমর ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র সাথে নামায আদায় করেছি। তারা সবাই প্রথম তাকবির ব্যতীত আর কোন সময় হাত উত্তোলন করতেন না। [দারে কুতনী সুনান ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা]

عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا رضى الله عنه كان يرفع يديه اذا افتح الصلاة ثم لا يعود-

অর্থাৎ হযরত আছেম ইবনে কুলাইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন- নিশ্চয়ই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নামাযের প্রারম্ভেই তাকবিরে হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর হাত উত্তোলন করতেন না। এভাবে অসংখ্য সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী হাদীসের দোহাই দিয়ে যারা এ যুগে এসে রাফ'ই ইয়াদাঈনের প্রচলন করতে চায় তারা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। নতুন প্রজন্ম তাদের বিভ্রান্তির শিকার। সুতরাং মিডিয়াসহ বিভিন্নভাবে এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আসুন আমরা ইমামে আ'যম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাযহাব অনুসরণের উপর অটল রয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কমিয়াবী হাসিল করি। কারণ, ইমাম আবূ হানীফা যেমন ইমামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর মাযহাবও শ্রেষ্ঠ। তদুপুরি, কোন হানাফী মাযহাবের অনুসরী অন্য মাহযাবের অনুসরণ করাও জায়েজ হবে না।

পূর্ব প্রকাশিতের পর